ইয়েভগেনি চারুশিন
কার কেমন ধারা
ছবি এঁকেছেন নিজেই লেখক

রুশী কাঠবেড়ালি

শীতের জন্যে ভাবনা নেই কাঠবেড়ালির, গায়ে তার ছেয়ে রঙের গরম লোমশ কোট।

আর যেই গরম পড়ে, কোটও বদলায় তার; ঠাণ্ডা নেই, লুকিয়ে থাকারও কারণ নেই, কেননা কাঠবেড়ালির লোম তখন ন্যাড়া ন্যাড়া, মরচে রঙা, সে ফারে লোভ নেই শিকারীর।

ব্যাঙের ছাতা শুকিয়ে রাখে কাঠবেড়ালি, কুটুর কুটুর বিচিবাদাম জমিয়ে রাখে।

খরগোশ

দৌড়বাজ খরগোশ, অনেক কুকুরেই তার সঙ্গে ছুটে পারে না। ঘাসপাতার ঝোপে শুয়ে থাকে, হিংস্র পশুর চোখ এড়ায়। বন থেকে বেরিয়ে আসে মাঠে খাবারের খোঁজে।

বাগানে কিন্তু ঢুকতে দিও না খরগোশকে, আপেলগাছ, চেরিগাছের ছাল খেয়ে ভুষ্টিনাশ করবে।
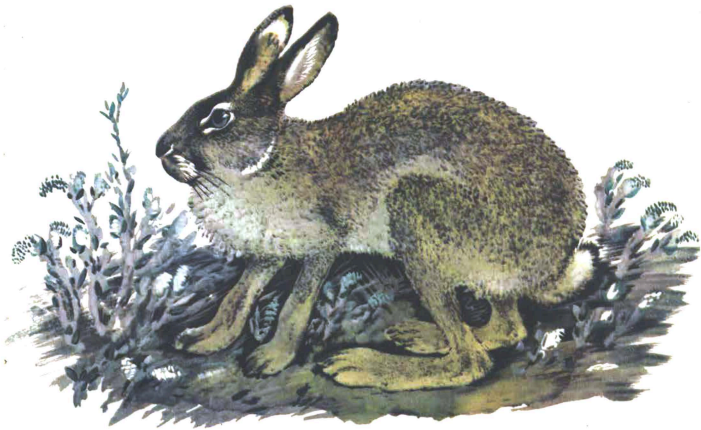
নেকড়ে

গরমকালে নেকড়ের পেট ভরা, শিকার অনেক।

আর যেই আসে শীত, অমনি পাখিরা উড়ে যায়, জীবজন্তু লুকিয়ে পড়ে। নেকড়ের খাবার থাকে না কিছু। পেটে খিদে নিয়ে রাগে গরগরিয়ে ঘোরে নেকড়ে, লুটপাটের খোঁজে ফেরে। এসে ঢোকে গাঁয়ের মধ্যে... যেখানে পাহারা নেই, গোয়ালের দুয়োর আলগা, সেখানে ছাগল ভেড়ার কপাল খারাপ।

ভালুক
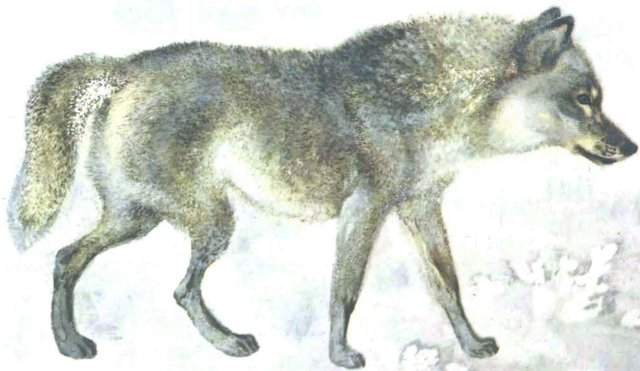
সারা শীত গুহায় শুয়ে ঘুমোয় ভালুক, থাবা চোষে। যেই বসন্তে বরফ গলে, অমনি জেগে ওঠে সে, বনে বনে ঘোরে খাবারের ধান্ধায়।

গতবছরের ফল পাকুড় খোঁজে, শেকড় টেকড় খোঁড়ে, হঠাৎ দেখে গাছের কোটরে মৌমাছির ঝাঁক।

ভারি তার মধুর লোভ, কোটরে গিয়ে ওঠে, কিন্তু মৌমাছিরাও সেয়ানা, তাড়িয়ে দেয় ভালুককে। ডাক ছেড়ে উল্টে পড়ে ভালুক, চলে যায় অন্য খাবারের খোঁজে।

জেব্রা

আফ্রিকার তৃণাঞ্চলে ছোটে দ্রুতগামী ঘোড়ার পাল। নাম তার জেব্রা। সাধারণ ঘোড়া থেকে এদের তফাৎ আছে। গা এদের ডোরাকাটা, ঘাড়ের কেশর ছোটো ছোটো, কপালে ঝুঁটি নেই।

এরা কিন্তু বুনো। ধাড়ি জেব্রাকে পোষ মানানো সহজ নয়। বাচ্চাগুলোর অবিশ্যি ভয় ডর নেই।

উট

বালিতে উটের পা ডোবে না। জল না খেয়ে থাকতে পারে অনেকদিন, খিদে কম। মরুভূমিতে মিষ্টি ঘাস তো আর নেই, ঘন গাছপালাই বা কোথায়, কুয়ো মিলবে ক্বচিৎ কদাচিৎ।

যেখানে পথঘাট খারাপ, মোটর গাড়ি অচল, ঘোড়ায় চেপেও যাওয়া চলে না, সেখানে আজো পর্যন্ত মানুষের সেরা সহায় উট।
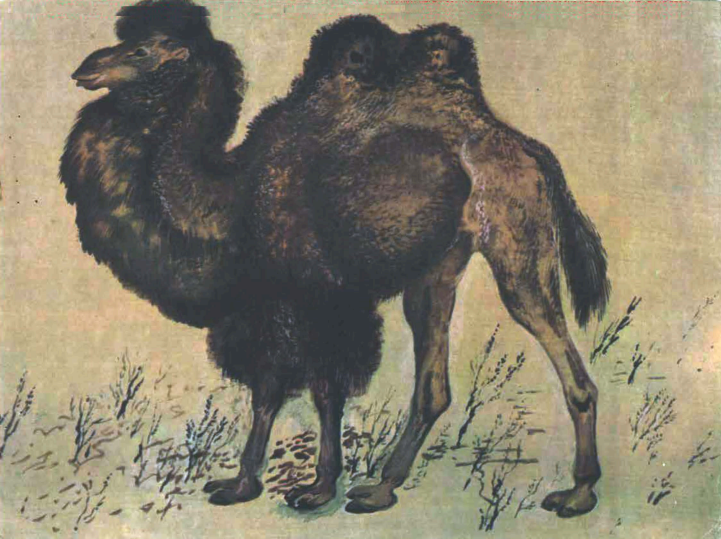
সিংহ

পর্যটকরা বলে:

আফ্রিকার তৃণাঞ্চলে যখন আঁধার নামে, তখন চারিদিক থেকে হুমহাম শুরু হয়ে যায়।

ভয়ঙ্কর গলায় খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হায়েনা, ফেউ ডাকে, আর হঠাৎ গুরু গুরু করে ওঠে সিংহের গর্জন। তার মানে শিকারে বেরুল পশুরাজ। তখন লুকিয়ে পড়ে হায়েনা আর বনশুয়োর, ছুটে পালায় জেব্রা আর হরিণ, সিংহের মুখে পড়ার শখ নেই কারো।

বাঘ

ভয়ংকর হিংস্র জানোয়ার বাঘ। গা ঢাকা দিয়ে থাকে জঙ্গলে, ঝোপেঝাড়ে, যে পথ দিয়ে জল খেতে যায় হরিণ বনশুয়োর বুনোমোষ, সেখানে ওঁৎ পাতে। শিকারের আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে সে।

জীবজন্তু ভয় করে বাঘকে। হাতিয়ার না থাকলে মানুষের পক্ষেও বাঘ মারাত্মক।

হাতি

আমাদের মাঠে বনে হাতির দেখা মিলবে না।

হাতি চরে আফ্রিকার তৃণভূমিতে, ভারতের জঙ্গলে।

শুঁড়টা যেন তার হাত, শুঁড়ে জড়িয়ে উপড়ে তোলে বাঁশ, জল দেখলে শুঁড়ে করে জল নিয়ে ছিটোয়, গায়ের ধুলো কাদা ধুয়ে নেয়।

হাতির ভয় নেই কাউকে, মহাদেহী হাতিকেই ভয় করে সবাই।

পোষ মানলে মানুষের বড়ো সহায় হয় হাতি।

ভারি ভারি কাজ করে দেয় সে, এমন কি ছোটো ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাও করতে পারে।

ছবি এ'কেছেন নিজেই লেখক

Е. Чарушин
КТО КАК ЖИВЕТ
На языке бенгали

শিশুদের জন্য

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

Ч $\frac{70801-302}{014(01)-81}$ 710-81

4803010102